কালের কণ্ঠ

23 OCT 2016

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজ

শর্ত পূরণ করেও হয়নি সরকারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজকে সরকারি করার দাবিতে প্রতিদিনই বিক্ষোভ করছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী। এ দাবিতে গত সোম ও মঙ্গলবার আধাবেলা হরতালও পালন করে আন্দোলনকারীরা। ঐতিহ্যবাহী কলেজটিতে উন্নতমানের অবকাঠামো ও প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী থাকলেও সরকারীকরণ থেকে বাদ পড়ার বিষয়টি কোনোভাবেই মানতে পারছে না এলাকাবাসী। বিষয়টি 'দুঃখজনক' হিসেবে মন্তব্য করেছেন কলেজ শিক্ষকরা। ফুলবাড়িয়ার পুরনো এই কলেজটি সরকারি না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেও মন্তব্য তাদের।

জানা গেছে, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ফুলবাড়িয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকসহ ডিগ্রি ও অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। উপজেলা সদরের প্রধান সড়ক ঘেঁষে অবস্থিত কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায়ই পাঁচ হাজার। রয়েছে একাধিক ভবন। ১৯৮০ সালে কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। ১৯৮৬ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজি, দর্শন এবং প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে ২০১১ সালে চালু হয় অনার্স কোর্স। সব ধরনের শর্ত পূরণ করেও সরকারীকরণ থেকে বাদ পড়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কলেজের শিক্ষকরা জানান, স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) মো. মোসলেম উদ্দিন কলেজটি সরকারীকরণের জন্য ডিও লেটার দেন। ২০১৫ সালের ২৯ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পরিদর্শক দল কলেজ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে কলেজটি সরকারীকরণের সব শর্ত পূরণ করে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এটি আর সরকারি হয়নি। সরকারি হয় এমপিও বিহীন ৩০০ শিক্ষার্থীর বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিব মহিলা কলেজ।

এদিকে গত বুধবার কলেজ সরকারি করার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। এ সময় তাঁরা ফুলবাড়িয়া কলেজ সরকারীকরণ না হওয়ার পেছনে কলেজের অধ্যক্ষকে দায়ী করেন। শিক্ষকরা বলেন, অধ্যক্ষ নাছির খান দুর্নীতির অভিযোগে তারাকান্দা বঙ্গবন্ধু কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ফুলবাড়িয়া কলেজে এসেও তিনি নানা কারণে সমালোচিত হন। মেয়াদ বাড়িয়ে তিনি এখনো অধ্যক্ষ পদে আছেন। কলেজ সরকারি হলে নাছির খান থাকতে পারবেন না। তাই তিনি কলেজ সরকারি না করার পেছনে কাজ করছেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, নাছির খান ফুলবাড়িয়া কলেজে যোগ দিয়ে দুটি আলম এশিয়া গাড়ির মালিক হয়েছেন। ২২ লাখ টাকা মূল্যের এসি গাড়িতে চলেন। ৬০ হাজার টাকা মাসিক বেতন ছাড়াও লাখ লাখ টাকা কলেজের ফান্ড থেকে অবৈধভাবে নিয়েছেন। অথচ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা তিন-চার বছর ধরে কলেজ অংশের বেতন ভাতা পান না।

শিক্ষকদের এসব অভিযোগের ব্যাপারে জানতে অধ্যক্ষ নাছির খানকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি।

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের পক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এস এম আবুল হাশেম বলেন, দাবি আদায়ে তাঁরা প্রতিদিনই কর্মসূচি দিচ্ছেন।